বসন্ত উৎসব।

গীতিনাট্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

"দীপনির্ব্বাণ"-লেখনী-প্রসূত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালীদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শক ১৮০৩।

উপহার।

ভাই বিহঙ্গিনি,

সখিলো জনম ধোরে
ভাল যে বেসেছি তোরে,
নে, লো, তার নিদর্শন—এই উপহার,
হৃদয়ের আদরিণি—বিহগি আমার।

পাত্রগণ।

কিরণ	লীলাবতীর প্রণয়ী।
কুমার	শোভাময়ীর প্রণয়ী।
লীলাবতী, শোভাময়ী	নায়িকাদ্বয়।
উদাসিনী	মায়াদেবীর মন্দিরের যোগিনী।
ইন্দু, ঊষা	শোভাময়ীর সখীদ্বয়।
কবিতা, সঙ্গীত, রতি, মদন, বসন্ত	দেবদেবীগণ।

বসন্ত উৎসব।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শোভাময়ীর বাটীর উদ্যান।

(উষা ও ইন্দু সখীদ্বয়ের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

রাগিণী মিশ্র—কাওয়ালি।

উভয়ে। আজু কোয়েলা কুহু বোলে,
আয়, তবে, সহচরি, রুণুঝুণু রুণুঝুণু,
বসন্ত জয়ধ্বজা তুলে।
মাধবী লতিকা, মল্লিকা যূথিকা,
কম্পিত মলয়-হিল্লোলে;

বসন্ত উৎসব।

সরসে ঢল ঢল, প্রফুল্ল শতদল,
খেলত লহরী কোলে ;
পরিমল আকুল, মত্ত মধুপ-কুল,
বিহরত বিকশিত ফুলে।
আয়, সই, মিলি জুলি, ফুল গুলি তুলি তুলি,
সাজা'ব সখীরে সবে মিলে॥

(উদ্যানে আসিয়া ফুল তুলিতে তুলিতে)

বেহাগ—কাওয়ালি।

ঊষা। ধর্ লো, ধর্ লো ডালা, এই নে কামিনী-ফুল—
ইন্দু। (ঊষাকে ঈষৎ ঠেলিয়া)
তু সখি আঁচল দিয়ে তাড়া লো ভ্রমরাকুল।
ঊষা। (কপালে হাত দিয়া আকুল ভাবে)।
উহু, সখি, মরি জ্বলি
কপালে দংশেছে অলি—
ইন্দু। (ঊষার চিবুক ধরিয়া পরিহাসচ্ছলে)
কমল মাধুরী হেরি ভ্রমরারি বুঝি ভুল।
ঊষা। মিছে, সই, ফুল তুলি, ঝোরে গেল পাপ্‌ড়ি গুলি,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তারা মত ছেয়েছে গাছেরি মূল।
ইন্দু। তুলি গে নলিনী ওই—
ঊষা। আমি তো যাব না, সই,
মৃণাল কাঁটার ঘায়ে কে বল' হবে আকুল ?
ইন্দু। সে ভয়ে পিছোয় কে বা তুলিতে অমন ফুল ?

(শোভাময়ীর প্রবেশ।)

(দুই সখী শোভাময়ীকে বেষ্টন করিয়া)

রাগিণী কালাংড়া—কাওয়ালি।

দুই। কোথা ছিলি, সজনিলো, এসুখ দিনে?
সারা বাগান ঢুঁড়িনু যে আকুল মনে।
বসন্ত উৎসবে কাল বিয়ে তোর, ললনে,
আমোদে সাজিব, আরো সাজাইব যতনে।

বসন্ত-বাহার—খেমটা।

শো। সখি, তোরা হেসে হেসে হলি যে আকুল।
ইন্দু। ফুটলো, সই, এতদিনে বিয়ের ফুল।
উভয় সখী। দেখ্‌লো এদিকে চাহিয়ে, সখি,
মধুপে কেমন দিয়েলো ফাঁকি,
গরবী গোলাপে এনেছি তুলিয়ে
সউরভে মরি অসম-তুল।
কতই করিয়ে তোমার তরে
কোমল কামিনী তুলেছি ধীরে,
নোয়ায়ে যতনে নরম শাখা
তুলেছি কনক-চাঁপার ফুল।
মানিনী মালতী, বিলাসী বেলা,
ধর লো—মিশায়ে গাঁথ্‌লো মালা,
আমরা দু'সখি মিলিয়ে আবার
তুলিয়ে আনিগে কুসুম কুল।

(সখীদ্বয়ের রঙ্গভূমির এক প্রান্তে ফুল চয়ন
করিতে গমন, শোভার এক প্রান্তে
বসিয়া মালা গাথন।)

(অন্য প্রান্তে ফুল তুলিতে তুলিতে)

ঝিঁঝিট—একতালা।

উ। হোথায় একটি গাছের আড়ালে
মালতী ফুটিয়ে রয়েছে, ভাই।

ই। তাই তো, লো সখি, তুই থাক্ হেথা
আমি তবে হোথা ছুটিয়ে যাই।

উ। না, না, ওযে মোর সাধের কুসুম,
কেন দিব, সই, তুলিতে তোরে!
এই দেখ্, দেখ্, যাই তোর আগে;
তুই কি পারিবি ধরিতে মোরে?

(উষার অগ্রে মালতী বৃক্ষের নিকট গমন,
ইন্দুর আস্তে আস্তে মল্লিকা চয়ন
করিতে করিতে গান।)

খাম্বাজ—একতালা।

ইন্দু। যা, যা, তুলগে লো তোর সাধের কুসুম,
দিবনা, লো, তোরে বাধা,
আমি তুলি এই মল্লিকার রাশি
ফুটেছে কেমন আধা!

উষা। এই ঢুলু ঢুলু মালতীর ফুলে,
গাঁথিব মোহন মালা;

মরি কি তাহাতে মধুর মধুর
সাজিবে রূপসী বালা ;

কাফি—যৎ।

ইন্দু। এই মল্লিকাটি পরাইব চুলে,
এইটি সাজাব কাণের দুলে।

ঊষা। গাঁথি মালিকা, বকুল ফুলে
দোলাব' সখীর কবরী মূলে।

ইন্দু। গাঁথ্ গে মালা, কানন-বালা,
তোর সে সাধের বকুল ফুলে।
ওই কি আমরি! ফুটেছে চামেলি!
যাই, আমি যাই, আনিগে তুলে।

(ফুলে অঞ্চল ভরিয়া ইন্দুর ঊষার
নিকট আগমন।)

পিলু—কাওয়ালি

উ। মানিনু মানিনু হার তোর কাছে, সখি।
আমার মালতী তোলা, এখনো হোল না, বালা,
ফুলে ফুলে আঁচল ভরা তোর যে লো দেখি,
সারা বাগান লুটে নিয়ে তুই এলি নাকি ?

দেশ—খেম্‌টা।

ইন্দু। কেমন, সখি, আমার সাথে, পারলিনে তো, তুই।
হোথায় তুলিব যাতি, হরষ-প্রমোদে মাতি,
সখীর কাছে দিয়ে আসি সেফালিকা যূঁই।

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—কাওয়ালি।

উ। দেখ সখি, মেলি আঁখি, গোলাপ বয়ান,
এই গোলাপ বয়ান।
তোর রাশি রাশি ফুলের হাসি এর কাছেতে ম্লান।
ই। রাখ জারি জুরি, ভারী বাহাদুরি, হবে, গরব সরব অবসান।
ফুল রতন মণি, নলিনী রাণী
এনেছি তুলিয়া হের সজনি,
গোলাপ রূপ-গরিমা হেথা প্রলাপ সমান
হা হা প্রলাপ সমান।

(উদ্যানের অন্য প্রান্তে শোভার গান)
বসন্তবাহার—কাওয়ালি।

শোভা। একি এ সুখের তরঙ্গ বহিছে।
এ ভরা পুলক ভার, সহিতে পারিনে আর
প্রেম সুধা ধারে হৃদি টুটিছে।
এ নিখিল চরাচর মাঝে
আনন্দ রাগিণী নব বাজে
সে আমার আমি তার, এ উচ্ছ্বাস গীতধার
দিকে দিকে উলসি ছুটিছে,
সুখের প্লাবনে হিয়া ডুবিছে।
চাঁদিমা ছড়ায় জ্যোতিহাস
ফুলকুল ঢালিছে সুবাস,
পাখী মধুগান গায়; আবেশে উথলে বায়
কি নব মাধুরী প্রাণে ভরিছে।
স্বরগ বসন্ত বুঝি ধরাতলে ফুটিছে!

(উষার ও ইন্দুর শোভার নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে)
ঝিঁঝিট—একতালা।

দু'সখী। সরমে মরে যাই!

বিয়ে হবে কাল, হরষে সজনি,
হেসেই আকুল তাই।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

ই। দেখলো, শোভা, কত শত এনেছি কুসুম, ভাই।
এই ফুলে গাঁথ মালা, এই গুলি, বালা,
পল্লবের সাথে, গেঁথে গেঁথে, বাসর সাজাতে চাই।

লচ্ছাসার—যৎ।

শো। যাই, সখি, আমি যাই, গাঁথ্‌লো তোরা মালা,
দেখে আসি আমি কেন এখনো এলোনা লীলা।
এ সুখের দিনে, লীলার বিহনে,
কেমনে করি বল কুসুমেরি খেলা।

গারা—খেম্‌টা।

দুই। সখি, চল চল, যাই মোরা তবে।
তুমি, সজনি, মালা গাঁথা রেখে,
আছে লীলা কোথায় এস দেখে,
আমরাও যাই দুটি, বাসর সাজাতে হবে।
আবার এখানে, এই কাননে,
আসিয়ে মিলিব সবে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লীলাবতীর কক্ষ।

(গালে হাত দিয়া লীলাবতীর বিষণ্ণ মনে গান।)

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

লীলা। চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় র'য়েছে ছেয়ে।
ভয়ানক সুগভীর, বিষাদের এ তিমির,
আশারো বিজলি রেখা উজলে না এই হিয়ে।
হৃদয়ের দেবতারে, পূজিনু জনম ধ'রে
মর্ম্মভেদী যাতনার অশ্রু জল দিয়ে,
দিয়াছি হৃদয়-প্রাণ সকলি তো বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে।

(অঞ্চলে ফুল লইয়া শোভাময়ীর প্রবেশ ও লীলাকে
ফুল ও মালা দ্বারা সাজাইয়া
চিবুক ধরিয়া)

বেহাগ—কাওয়ালি।

শোভা। সুখের বসন্তে আজ, সখিলো কেনলো
মু'খানি আহা, বিষাদে মলিন হেন,
উৎপল আঁখি দুটি সজল কেন লো কেন?
দেখ্‌লো কুঞ্জে প্রফুল্ল যূথিকা যাতি

মাখি চন্দ্রমা-বিমল-ভাতি রে,
ঢালে অমিয়া পরিমলে, রঙ্গে লো।
পিউ পিউ মধুর তানে ওই,
ডাকে পাপিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে, সই ;
মাতাইয়া দিক, কুহু কুহু পিক,
কুজিছে, সজনিলো।
আয় রঙ্গে নিকুঞ্জে, সজনি, মিলি
গাঁথি মালিকা বিষাদ ভুলিয়ে,
প্রেম-মদে প্রাণ ঢালি ;
সুখ রজনীরে !

ললিত—আড়া।

লীলা। এ হৃদয় ফুল, সখি, শুকায়ে পোড়েছে, ওরে,
কেমনে কুসুম তুলি বল'লো প্রমোদ ভরে ?
বিমল এ জোছনায়, সুমন্দ এ মৃদু বায়,
দলিত কুসুম কলি আর কি উঠিতে পারে !
নাহিক সুরভি হাস, অকালে কীটের বাস,
যতনেও তোল যদি পাপ্‌ড়ি গুলি যাবে ঝোরে।

কালাংড়া-পরজ—কাওয়ালি।

শোভা। ছি, ওকি কথা বল, সজনি !
বসন্ত উৎসব কালি, প্রমোদে পরাণ ঢালি,
চল, চল, ফুল তুলি সাজি এখনি।
আঁখি কেন ছল ছল, কহ একি অমঙ্গল,
কেঁদে কি পোহাবি আজি সুখ রজনী ?

পিলু—কাওয়ালি।

লীলা। আমোদে কি আছে, সখি, বাসনা এখন?
আমোদ ফুরায়ে গেছে জন্মের মতন।
দারুণ যাতনানলে হৃদয় পরাণ জ্বলে
তুই কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন?
বসন্ত-উৎসব হবে, তোরা, সখি, সুখী সবে,
মিলিবে, লো, ভালবাসা সোহাগ যতন।
আমার মরম তলে, কি যে এ আগুন জ্বলে
হৃদয়ের স্তরে স্তরে হতেছে দাহন—
তোরা কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন?

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খ্যামটা।

শোভা। বল, বল, বল, সখি, একি নব ভাব একি
তবে নাকি হারিয়েছ মন, তাইলো খুলে বল দেখি।

ভৈরবী—আড়া।

লীলা। তবে ব'লব কি, লো, কি বেদনা হেথা—
না, না, তায় কাজ নাই, তুই কি বুঝিবি ভাই,
চির সুখী জনে কি, লো, বুঝিবে এ ব্যথা?

জয়জয়ন্তি—একতালা।

শোভা। দারুণ আঘাত লাগিল মরমে
ও কথা, সজনি, বোলো না;
চিরসুখী হয়ে কি জানিব দুখ,
কি বুঝিব তব বেদনা।'

জানিতে গো যদি ও মুখানি তব
হেরিলে বিষাদে ম্লান,
কি যে যাতনায় ভেঙ্গে চূরে যায়
আমার এ হৃদয় প্রাণ।
তা হ'লে তা হ'লে বলিতে না কভু
আজি ও নিঠুর কথা;
তা হ'লে নিদয়া, ও কথা বলিতে,
তুমিও পাইতে ব্যথা।

রাগিণী মিশ্র—কেরতা।

লীলা। তোরে, হায়! কবনা তো সজনি,
কাহারে কহিব, লো?
আর আমার কে আছে, কাঁদিব আর কার কাছে
তোর কাছে লুকাইয়ে, কেমনে রহিব, লো?
কি জানি সরমে কেন তবে বেধে যায় হেন,
ফুটিতে পারিনে কেন বলিতে গিয়ে লো;
মরম-কথা মরমে, তাই, আছে লুকানো, লো।

বেহাগ—আড়া।

শোভা। কেন মোরে এত লাজ।
একটি বোঁটায় দুইটি কুসুম,
তার কাছে, সখি, সরম আজ?

ভৈরবী—আড়া।

লীলা। না, না, লুকাব না আর;

আমি যারে ভালবাসি, সে নহে আমার।
সঁপিয়ে এ মন প্রাণ পাইনি কো প্রতিদান,
তবু রেখেছিনু প্রাণ আশায় আশায়।
কিন্তু কি বলিব হায়, হৃদয় বিদরে যায়,
সব সাধ সব আশা শেষ এইবার—

(অবসন্ন হইয়া পতন)

(দূরে উষা ও ইন্দুকে আসিতে দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে)

কালাংড়া—কাওয়ালি।

শোভা। সখি, তোরা আয়, আয়!
লীলাবতী যায়, যায়,

(সখীগণ ত্রস্তে প্রবেশ করিয়া বীজন করিতে করিতে ও মুখে জল দিতে দিতে)

সখীগণ। সাড়া শব্দ নাহি যে, লো!
শোভা। কি বিষম দায় হোল, বুক ফেটে যায়!
এক সখী। ঐ দেখ, দেখ, সখি মিলেছে কমল আঁখি,
বহিতেছে মৃদু শ্বাস তায়,
শোভা ও সখীগণ। ঐ যে লো ধীরে ধীরে,
চেতনা আসিছে ফিরে,
কাঁপিছে অধর যেন মাধবী মলয়-বায়
আর নাহি কোন ভয়!

(সামলাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ পরে)

জংলা পিলু—কাওয়ালি।

লীলা। মালতী মালা খুলে নে, খুলে নে।

বিষম মরম বিষে মরম ছাইল গো,
আর, সখি, পারিনে—
এক সখী। এলায়ে পড়েছে দেহ, আঁখি মুদে আসে,
লীলা। আর, সখি, পারিনে—

দেশ মল্লার—আড়া।

শোভা। কেন গো ফেলিছ, সখি, দুখ অশ্রুধার,
ও চাঁদ মুখানি কেন বিষাদে আঁধার ?
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে কি যাতনা পরকাশে!
সজনি, থাম', গো, থাম', দেখিতে পারিনে আর।
নূতন শোভায় সাজি আশার মুকুল রাজি
আবার তো বিকশিবে, শুকাবে না আর।
নবীন লতিকাচয়ে কুসুমে পড়িবে ছেয়ে,
যে রবি গিয়েছে ডুবে উদিবে আবার।

বেলোয়ার—আড়া।

লীলা। জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা ;
জীবন ফুরায়ে এল' আঁখি জল ফুরালো না।
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও, সখি, মোর
পুরিল না জীবনের একটি কামনা।
এখন সুখের কথা উপহাসি দেয় ব্যথা,—
এই এ মিনতি, সখি, ও কথা ব'লো না।

দেশ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

শোভা। সখি, হেরিতেছি আঁধারে একটি বিজলি—

উদাসিনী কাছে গিয়ে এ দুখ বলি।
যোগিনী সদয় হোলে, মায়াদেবী কৃপা বলে
মনের মানস সিদ্ধ হবে সকলি।

পরজ-কালাংড়া—কাওয়ালি।

সকলে। বেশ্! বেশ্! বেশ্! ভাই, যাই চল সবে মিলি
মনের মানস সিদ্ধ হবে সকলি।
[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নদী কূলে পর্ব্বত-উপত্যকায় উদ্যান।)
মায়া দেবীর মন্দির।
(বীরাসনস্থা উদাসিনী স্তবে মগ্না।)

স্তব।

উদা। শক্তিরূপা মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া,
কৃপা নেত্রে চাহ, মাতঃ, ভক্তজন প্রতি।
ভীষণ প্রলয় ঝড়ে কাঁপাক্ দেবতা নরে,
ও পদে থাকয়ে মতি দেহ এ শকতি।
তোমারি ইচ্ছায় বলে চন্দ্র সূর্য্য তারা জ্বলে,
শত শত গ্রহ চক্রে ঘোরে অনুক্ষণ;

মহা ঘোর শূন্যময় আছিল এ লোক-ত্রয়,
তোমারি কটাক্ষে সব হইল সৃজন ;
স্বর্গ, মর্ত্ত, কি পাতাল তোমারি মায়ার জাল,
তুমি, মাতঃ, সৃষ্টি-স্থিতি সম্ভব-কারিণী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ধ্যায় তোমা নিরন্তর,
তত্ত্ব নাহি পায় তবু, জগত-তারিণি।
স্নেহ, প্রেম, দয়া দিয়ে রেখেছ ভুবন ছেয়ে,
তুমিই করুণা-রূপে ব্যাপ্ত চরাচর।
তুমি, মায়া, মহাদেবি, আজন্ম তোমারে সেবি
জীবন ত্যজিতে পারি দেহ এই বর।

(লীলা ও শোভার গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

উভয়ে। কোথা, গো যোগিনি, তুমি উপায় কর গো ত্বরা।
পড়িয়ে যন্ত্রণা-ঘোরে, আজিকে এসেছি মোরা,
প্রণয়ের নিরাশায় হৃদয় দলিত প্রায়,
জুড়াও এ ভগ্ন হৃদি বরষিয়ে শান্তিধারা।
পর-উপকার-ব্রতে উৎসর্গ করেছ প্রাণ,
তুমি, মাতঃ, দেখা দিয়ে বাঁচাও গো অসময়ে ;
অকূল সাগরে পড়ে হয়েছি, মা দিশাহারা।

(উভয়ে মন্দিরের নিকটে আসিয়া উদাসিনীকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া।)

শোভা। চুপ্, চুপ্, উদাসিনী ধ্যানে নিমগন,

দেখো যেন ধ্যান ভঙ্গ হয় না এখন।

(ধ্যানভঙ্গে উদাসিনীকে তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত
করিতে দেখিয়া উদাসিনীর নিকট তাহাদের
আগমন।)

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

উদা। সুগভীর নিশি, স্তব্ধ দশ-দিশি,
কেন, গো বালিকা, দুজনে
অসম সাহসে, অনাথিনী বেশে,
এসেছ এ ঘোর বিজনে?
(কিছুক্ষণ আবার নয়ন নিমীলন করিয়া পরে)
যোগবলে জানি, অসময়ে কেন
এ বন করেছ আলা,
জানি, গো, প্রেমের নিরাশ-অনলে
কত যে পেয়েছ জ্বালা।
তোমার মতন প্রণয়ের বিষ
আমিও করিয়ে পান,
সংসার ত্যজিয়ে উদাসিনী ব্রতে
সঁপিয়েছি দেহ প্রাণ।
সেদিন হইতে সমদুখী আমি
নিরাশ প্রণয়ী সনে;
দেবীর প্রসাদে তোমার কল্যাণ
সাধিব পরাণ পণে।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

উভয়ে। দেবি নমি চরণে।

খাম্বাজ—আড়া।

উদা। এস সবে মম সাথে প্রণমি দেবীরে ;
এই লগ্নে এই ক্ষণে কাজ সাধি সযতনে ;
সময় চলিয়া গেলে পাইব না ফিরে।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

উভয়ে। মাতঃ প্রণমি তোমায়।

(সকলের দেবী-মন্দিরে অগ্রসর ; মন্দির ঢাকিয়া উদ্যানের পটক্ষেপ ; কিছুপরে উদাসিনী ও শোভার প্রবেশ।)

পরজ—কাওয়ালি।

উদা। লীলায় রাখিনু মন্দির মাঝ,
থাকুক সেখানে একেলা আজ,
সে দেখিলে সিদ্ধ নাহি হবে তার কাজ।

বিভাস—আড়া।

শোভা। হউক তাহাই, মাতঃ, যা ইচ্ছা তোমার।
এখন আদেশ' দেবি কি কাজ আমার।

পঞ্চমবাহার—যৎ।

উদা। বসন্ত সমীরে খুলিয়ে পরাণ
ফুটেছে ঐ যে কুসম গুলি,

তুমি গো কুমারি, এ শুভ নিশীথে
এক মনে যাও আন গে তুলি।

শোভা। দেবীর যা আজ্ঞা তাহা করিব সকলি।

সোহিনী বাহার—একতালা।

উদা। দিবস উতাপে যে সব কুসুম
রেখেছিল চাপি বাস,
নিশির পরশে প্রেমের হরষে
চুমিছে চাঁদের হাস।
যে ফুল রেণুতে রজত-বিমল
অমিয়া ঢালিছে চাঁদ,
সেই রেণু দিয়ে, এ শুভ লগনে,
গড়িব প্রেমের ফাঁদ।
সুমঙ্গল তারা যে ফুলের পানে
চাহিছে প্রণয় চোখে,
অতুল কি গুণে ভূষিত সে ফুল,
কি জানিবে তাহা লোকে?
যাও সেই ফুল আঁচল ভরিয়ে
তুলিয়ে আন গে, বালা;
মন্ত্রপূত হয়ে রহিনু বসিয়ে,
গাঁথিব মায়ার মালা।

পিলু-যৎ।

শোভা। চলিনু আজ্ঞায় তব আশীষ' আমারে,

সফল হইয়ে যেন হেথা আসি ফিরে।

(শোভার প্রস্থান।)

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

উদা। একটি দলিত হৃদয় আজিকে
পাইবে নূতন প্রাণ,
সফল মানিব উদাসিনী-ব্রত
প্রেমে দিয়ে প্রতিদান।

(কিছু পরে শোভার ফুল লইয়া প্রবেশ।)

বসন্ত-ললিত—কাওয়ালি।

শোভা। ধরগো কুসুম এই, যোগিনি,
তব মন্ত্রে কর কার্য্য সিদ্ধি, জননি।

খট্—ঝাঁপতাল।

উদা। এই পাত্রে রাখি ফুল যাও তুমি, বালা,
মন্দিরে প্রবেশ' যথা রহিয়াছে লীলা ;
তাহারে পাঠায়ে হেথা ঘুমাইও তুমি সেথা,
ততক্ষণ হেথা বসি গাঁথি আমি মালা।

(শোভার প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বাহার—একতালা।

উদা। (মৃগ চর্ম্মে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে)
এই নলিনীটি অসময়ে বেটি, ফুটিয়াছে আজ রাতে,

প্রেম মহৌষধ;—দেব পুরন্দরে ভুলায়েছে শচী যা'তে—
এর রেণু লয়ে করিব সিন্দুর, পরাইব তার ভালে,
রতিদেবী নিজে, আবির্ভাবি এতে, মোহিবেন ইন্দ্রজালে।
এই সেফালিকা, গাঁথিব মালিকা, ধরিবে মোহিনী গুণ;
বসন্ত, তুমি গো, এসে বসো এতে করিতে প্রণয়ী খুন।
মালিকার মাঝে দিনু এ চাঁপাটি কবিতা সঙ্গীতে সেবি;
সঙ্গীত, কবিতা, দু'টি বোনে এসে পরশ' এ মালা, দেবি!
গাঁথিনু ত মালা, হইল সিন্দুর, মন্ত্রেতে সাধিনু কাজ;
তব ফুলবান হো'ক অধিষ্ঠান ইহাতে কন্দর্প আজ।

লীলার প্রবেশ।

ককুভ—ঠুংরি।

উদা। সময়ে এসেছ তুমি, লীলা,
এস এ অজিনে শোও গো বালা,
পরা'ব তোমারে মন্ত্রপূত মালা।
(লীলার শয়ন)

উদা। (মালা ও টিপ পরাইতে পরাইতে)

রামকেলী—আড়া।

ফুরায় ফুরায় রাতি, নিভ নিভ ইন্দুভাতি,
ঘুমাও ঘুমাও, বালা, সুখের শয়নে;
নাহি হেথা হিংসাদ্বেষ, নাহি ভয় দুখ লেশ,
উথলিবে হৃদি প্রাণ প্রমোদ-স্বপনে,

দুখের ভাবনা হেথা আর ত দিবেনা বাথা,
মন্ত্রবলে দুখ জ্বালা লুকায়েছে বিরলে।
সুখেতে ঘুমাও তবে, রক্ষিবেন দেবী সবে,
জাগিয়ে নূতন প্রাণ পাইবে, সরলে।

(লীলাবতী নিদ্রিতা ও উদাসিনী নিষ্ক্রান্তা।)

(সহসা দিক উজ্জ্বল করিয়া কবিতার
গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

ঝিঁঝিট—একতালা।

ক। কবির অধরে আছিনু ঘুমায়ে
প্রেমের স্বপনে ভোর,
সহসা পরাণে কি যেন বাজিল,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।
অমনি একটী চাঁদের কিরণে
চড়িয়া এসেছি হেথা,
মন্ত্রপূত মালা দিনু পরশিয়ে,
ঘুচুক প্রণয় ব্যথা।

(মালা স্পর্শন)

(পুনর্ব্বার চারিদিক আভাময় করিয়া সঙ্গীতের
গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

বাণীর বীণাটি লইয়ে,

আমোদে হৃদয় ঢালিয়ে,
এ তারে ও তারে ছুটিয়ে,
করিতেছিলাম খেলা ;

এমন সময় অমনি,
কেন গো ডাকিলে, যোগিনি ?
দেখাও তবে, গো, এখনি,
কোথা সে ব্যথিত বালা।

রূপের জোছনা ঢালিয়ে,
ওই যে রয়েছে শুইয়ে,
দিইনু সিঁদুর ছুঁইয়ে,
সদয় হইবে নাথ ;

ফুলের সুবাস ধরিয়ে,
হেথায় এসেছি উড়িয়ে,
সেই রথে যাই ফিরিয়ে,
খেলিতে বীণার সাথ।

(অদূরে রতি মদন ও বসন্তকে দেখিয়া)

ভূপালি—কাওয়ালি।

কবিতা ও সঙ্গীত। ঐ আসিছেন হেথা মকর-কেতন।
প্রণয়ের পরিমলে মোহিয়া ভুবন,
আবেশে অলস-তনু, উরসে কুসুম-ধনু,
সঙ্গে রতি, সুখ-গীতে উথলে নয়ন।

প্রথম অঙ্ক।

ফুলে ফুলময় অঙ্গে, বসন্ত বিরাজে সঙ্গে,

ধরণী হইল কিবা পুলক-মগন।

(চারিদিক দ্বিগুণ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া

রতি ও মদনের সহিত

বসন্তের প্রবেশ।)

সিন্ধু ভৈরবী—রূপক।

রতি ও মদন। সুখের সেই যে বিয়ে,

বাসরে মোরা গিয়ে,

প্রেমের লতা দিয়ে

বাঁধিয়ে দোঁহে।

যুগল হৃদয়ে শু'য়ে,

দুজনে লুকাইয়ে,

ডুবানু দুই হিয়ে

প্রণয় মোহে।

হেথায় একটী বালা

পাইয়ে প্রেম জ্বালা,

পরিয়ে মায়া মালা

রয়েছে শু'য়ে।

এস এই সুলগনে,

আমরা দুই জনে,

ও মালা সযতনে,

আসিগে ছুঁয়ে।

(মালা স্পর্শন করিয়া)

ললিত—ঠুংরি।

মদন, রতি ও বসন্ত। দেখিব এখন,
কে এমন,
পারিবে নিজ মন
রাখিতে বশে।
যে পুরুষ আগে,
এর বাগে
চাবে, সে অনুরাগে
পড়িবে ফাঁসে।

ভৈরোঁ—একতালা।

কবিতা ও সঙ্গীত। পোহায় যামিনী, মলিন চন্দ্রমা,
বহিছে উষার বায় ;
সুবর্ণ মণ্ডিত সুমেরু শিখরে
বিভাকর রথ ভায়।
অধীর-চরণ ভানু-তুরঙ্গম
তেজে ধাইবারে চায়,
অতি সাবধানে অরুণ সারথী
বাগায়ে রেখেছে তায়।
চল, চল, সবে এই বেলা যাই,
না উঠিতে নব ভানু,
একটী ক্ষুদ্র কিরণে তাহার,
দহন করিবে তনু।

মোহিনীবাহার—আড়াখেমটা।

সকল দেব দেবীগণ। সুখে তুমি থাক, বালা,
মোরা যাই, নিশি যে পোহায়।
যে মালা পোরেছ গলে, তাহারি মায়ার বলে,
ভুলিবে প্রণয়ী তব হেরিলে তোমায়।

(দেব দেবীগণের প্রস্থান।)

(উদাসিনী ও শোভার প্রবেশ)

বিভাস—যৎ।

উদা। পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন,
উষার মোহন রাগে রাঙিল গগণ,
তুমি, উঠ, উঠ, বালা, জাগ গো এখন।
বহিছে মৃদুল বায়, পাপিয়া প্রভাতি গায়,
ফুল কুল সৌরভে আকুল ভুবন।
শিশির মুকুতা পাঁতি চুমিছে রবির ভাতি,
কমলিনী মেলে আঁখি পেয়ে সে চুম্বন।
তুমিও মেলো, গো বালা, কমল নয়ন।

ভৈরোঁ—ঝাপতাল।

লীলা। (জাগিয়া) কি দেখিনু একটী, লো, সুখের স্বপন—
গিয়েছিনু যেন, সখি, নন্দন-কানন।
সেইখানে দেব-বালা আনি পারিজাত-মালা
গলায় পরায়ে দিল করিয়ে যতন;

তাহার মধুর বাসে আকুলিত চারিপাশে
কি এক বিচিত্র জ্যোতি ছাইল যেমন!
সেই সে জ্যোতির মাঝে ভুবনমোহন সাজে
প্রিয়তম আসি মোরে করিল বরণ।
এখনো হৃদয়ে মম, নিশীথ সঙ্গীত সম
পূর্ণ তানে বাজে যেন সেই সুস্বপন।

টৌড়ি—কাওয়ালি।

উদা। শুভ বটে স্বপন তোমার;
বুঝিলাম তোমা প্রতি দয়া দেবতার।
পূজার সময় এই, এখন মন্দিরে যাই,
সুখে থাক, এই বাছা আশিস আমার।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

উভয়ে। দেবি-চরণে প্রণাম।

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বসন্ত-উৎসব ক্ষেত্রের এক প্রান্ত।

(রঙ্গভূমির এক দিক দিয়া শোভা ও কুমারের হাত ধরাধরি করিয়া গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

সোহিনীবাহার—কাওয়ালি।

শোভার প্রতি।

কুমার। সজনি, নেহারো বসন্ত সাজে,
ক্যায়সে মাতল হরষে দিক!

শোভা ও কুমার। কাননে কাননে ফুলকুল জাগল;
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরল পিক।
কোমল কুসুমে চুমি চুমি যতনে,
কম্পয়ি সঘনে লতিকা কায়,
সৌরভ চুরিয়া, প্রমদে চলিয়া,
ক্যায়সে বহয়ত দাখিণ-বায়।
মুচকি মুচকি মৃদু, হাস হাস বিধু
চলত মধুময় জ্যোতিক রাশি;

জোছনা-তরঙ্গে যমুনা রঙ্গে
উথলত নাচত হরষে ভাসি।

কুমার। আওলো, সজনি, এ সুখ রজনী,
নিকুঞ্জে আজু পোহায়ব দোঁহে ;
সব দুখ জ্বালা, পরাণ বালা,
বিসঁরব তোঁহার প্রেমক মোহে।

(কিরণের প্রবেশ ; কিরণকে লক্ষ্য করিয়া)

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

শোভা। এই যে কিরণ, কেন একেলা নিরখি ?
জান কোথা লীলা-মোর, হৃদয়ের সখী ?
আশা বড় আছে মনে, আজি তোমা দুই জনে
প্রণয়-বন্ধনে বাঁধি জুড়াইব আঁখি।

কিরণ। (বিরক্তি ভাবে)

মিশ্র বিভাস—একতালা।

একি হোল জ্বালা !
এড়াইয়ে সব স্থানে এনু এই নিরজনে.
এখানেও রক্ষা নেই—'লীলা' 'লীলা' 'লীলা' !
কতবার বলেছি, সে ছাড়ুক আমার আশা ;
কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হবে ধরা, কক্ষ চ্যুত গ্রহ তারা,
তবুও সে নাহি পাবে মোর ভাল বাসা।
কিন্তু একি দায় ঘোর, জ্বলিছে হৃদয়-মোর,
আজো সেই এক কথা—'লীলা' 'লীলা' লীলা' !

(লীলার প্রবেশ, তাহার প্রতি কুমার ও
কিরণের এক সময়ে দৃষ্টিপাত)

কুমার। (লীলার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কিছু পরে
শোভার হস্ত ত্যাগ করিয়া, মুগ্ধভাবে)

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

আমরি, লাবণ্যময়ী কেও স্থির-সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে মার্জ্জিত বদনখানি!

কিরণ। ঢুলু ঢুলু আঁখি ছুটি আবেশে পড়িছে লুটি,
মৃদুমন্দ ঢল ঢল আধোফুট'-কমলিনী।
নেহারি ওরূপ, হায়, আঁখি না ফিরিতে চায়,
যত দেখি তত যেন নব নব মনে গণি।

কুমার। অধরে মধুর হাস—তরুণ অরুণাভাস,
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী, কে রূপসী নাহি জানি।

শঙ্করা—আড়া খেমটা।

কিরণ। সহসা একি এ হইল আমার!
একি এ আগুণ জ্বলিল হৃদে—
যাকে দেখে আগে ঘৃণায় জ্বলেছি,
মাতিনু তাহারি প্রণয় মদে!
দেখে দেখে দেখে সাধ যে না মেটে,
ইচ্ছা হয় পেতে শতেক আঁখি;
খুঁজে নাহি পাই ও মুখটি, আহা,
মরমের কোন্ নিভৃতে রাখি।

শোভা। (কুমারকে বিমনা দেখিয়া)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

একি, সখা, দেখেও কি দেখিছনা দুঃখিনীরে।
কোথায় মন তোমার, (কোথায় প্রাণ তোমার)
আছে প'ড়ে, খুলে বল বল বল হে।

(বিরক্ত ভাবে)

সোহিনী বাহার—কাওয়ালি।

কুমার। যাও যাও, কিছু ভাল নাহি লাগে এ সময়।
সকল সময় আমোদের নয়।

বেহাগ—কাওয়ালি।

শোভা। ছি, ছি, সখা, অমন কথা কেমনে কহিলে?
সেই তুমি, সেই আমি, সকলি ভুলিলে?

(ক্রুদ্ধ হইয়া)

কুমার। হাঁ হাঁ সব মনে পড়ে, তা বোলে অমন ক'রে
জ্বালিওনা কেঁদে কেঁদে, কি হবে কাঁদিলে?

ধোরিয়া—আড়া।

(কাঁদ কাঁদ কাতর ভাবে)

শোভা। কি দারুণ বজ্র হানিলে হৃদয় প্রাণে,
স্তরে স্তরে মরম যে বিদারিল,
আর যে, গো, পারিনে।
বিদীর্ণ হ' বসুন্ধরে, নে, মা, এই অভাগীরে,
ডাকি, মা, আকুল মনে॥

(গাইতে গাইতে শোভার প্রস্থান)

ছায়ানট—আড়া।

কিরণ। (লীলার প্রতি)

কি করিয়ে, প্রিয়তমে, মার্জ্জনা চাহিব আর,
হৃদয় দলিত যে, লো, দোষ ভেবে আপনার।
সরমে সরে না কথা, কত যে দিয়েছি ব্যথা,
কেমনে বল, গো সখি, প্রায়শ্চিত্ত হবে তার!
লহ তুমি এই প্রাণ, দিতেছি তা বলিদান,
সর্ব্বস্ব তোমারি, প্রিয়ে, আমাতে নেই আমি আর।

(লীলার কিরণের কর গ্রহণ, কিরণের
লীলার স্কন্ধ ধারণ)

কুমার। (কিরণের হস্ত আকর্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে)

সারঙ্গ।

মূঢ়, একি তোর প্রিয়া?

কুমার। (তৎক্ষণাৎ অবনত-জানু হইয়া লীলার প্রতি)

সাহানা—যৎ।

প্রাণ সঁপিলাম তোমা, হয়ে প্রেমভিখারী,
রাখ রাখ, মার মার, যা বাসনা তোমারি।

সারঙ্গ—কাওয়ালি।

কিরণ। (পুনরায় লীলার করগ্রহণ পূর্ব্বক কুমারের প্রতি)

কুমার, সহসা তুমি হলে কি পাগল!

কুমার। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা তোর বলিস পাগল!
জানিস এখনি এর দিব প্রতিফল।

কিরণ। প্রতিফল ? হাসিবার কথা !

লীলা। (কুমারের উদ্দেশে)

দেশ মল্লার—আড়া।

সহসা ! কুমার কেন হইল এমন !

পরেছ বিবাহ সাজ, হইবে বিবাহ আজ,

ভুলিলে সখীর প্রেম স্বপ্নের মতন ?

ছায়ানট—খেম্‌টা।

কুমার। দিওনা, দিওনা লাজ সে কথা তুলিয়ে,

ওসব পুরান কথা যাও, প্রিয়ে, ভুলিয়ে।

তুমিই সর্ব্বস্ব ধন, তোমারে সঁপেছি মন,

এস, লো, হৃদয়ে রাখি যতন করিয়ে।

অহং—খেম্‌টা।

কিরণ। সাবধান এ আস্পর্দ্ধা দেখি যদি ফের,

সমুচিত প্রতিফল দিব আমি এর।

(উভয়ের অসি উন্মোচন)

কুমার। এই অসি মোর হয়ে দিক প্রতিদান—

কিরণ। নিশ্চয় আজিকে তোর নাশিব পরাণ—

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান]

বাঁরোয়া—ঠুংরি।

লীলা। একি হ'ল, হ'ল, রে !

বিধি হয়ে অনুকূল কেন হ'ল প্রতিকূল,

যাই পুনঃ দেবী কাছে প্রাণ গেল, গেল রে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মায়াদেবীর মন্দিরের পার্শ্বস্থ যোগিনীর কুটীর।

(যোগিনী আসীনা)

(শোভার প্রবেশ এবং গাহিতে গাহিতে অবনত-জানু হইয়া)

কাফি—আড়া।

শোভা। দেবি, এসেছি যোগিনী হব।
পাষাণে হৃদি বাঁধিয়ে সংসারে ত্যজিব।
যোগ ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়ে, তুমি মা!
রাখ গো, দুখিনী এ জনে,
দলিত এই জীবনে সঁপিনু চরণে তব।

পিলু—জৎ।

উদা। অশুভ এ কথা আজি কেন মুখে শুনি,
বসন্ত উৎসব দিনে বিয়ে হবে জানি।
পরিবে বিবাহ-মালা, সোহাগে করিবে খেলা,
জন্ম জন্ম থাক সুখে, কি দুখে যোগিনী?

আলাইয়া—আড়া।

শোভা। কি গভীর যাতনায়, হৃদয় [illegible] যায়
কথায় প্রকাশ তাহা করিব কেমনে
বিষাদ যন্ত্রণা ব্যথা, যতই গভীর হেথা
কথাও তেমনি [illegible] তার পরিমাণে।
[illegible] যায়, [illegible]
মর্ম্মের [illegible] থাক, [illegible] কথা
[illegible] প্রাণ প্রকাশ যে অপমান;
[illegible] শুধু হৃদয়ের ব্যথা।

মরমি মরম-ব্যথা জানুক গোপনে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া ঠেকা।

উদা। কি কথা বলিলে, বালা, কি না জানি পেয়ে জ্বালা

এ নব যৌবনে দীক্ষা লইবে যোগিনী-ব্রতে।

হয়েছে বৈরাগ্য দুখ, ত্যজি পৃথিবীর সুখ,

চাহিছ হৃদয়-লতা অকালে ছিঁড়িতে?

শিরীষ-কুসুম-কায় বাকলে ছাইবে, হায়,

শিহরে যে অঙ্গ, আর না পারি শুনিতে।

মোরে সমদুখী জেনে, খোল, গো, হৃদয় প্রাণে,

দেখি কি উপায়, বালা, হয় আমা হতে।

(উদাসিনী মনে মনে ধ্যান মগ্ন)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

শোভা। যে আগুনে আজ জ্বলিছে পরাণ—

কি শুনিবে, দেবি, তাহার কথা;

কহ চন্দ্র তারা, মাতঃ বসুন্ধরা,

আমার মত কে পেয়েছে ব্যথা?

চিরদিন ধ'রে প্রাণপণ ক'রে

যাঁহারি চরণে সঁপিনু প্রাণ,

সেই আজ নিজে হয়ে নিরদয়

বিঁধেছে হৃদয়ে দুখের বাণ।

আপনার চিতা আপনি সাজায়ে,

আপনি আহুতি [illegible] তায়,

আপনি জ্বলেছি, আপনি পুড়েছি,
তবু কেন প্রাণ গেল না, হায়!
প্রণয়ের ধনে, হৃদয়ের ধনে,
বল' কার যায় ভুলিতে সাধ;
কিন্তু তবু, হায়, ভুলিতে হইবে,
কি করিব, দেবি, বিধির বাদ।
যায় যদি এতে যাক্ ভেঙ্গে হৃদি—
হৃদয়ে আমার কাজ কি আর,
ভালবাসা আশা—সাধের পিপাসা
কিছুরি আর না ধারিব ধার।

ভৈরবী—জৎ।

যোগিনী। আর না, থাম, গো বালা, চাহিনা শুনিতে,
বুঝিতেছি কি বেদনে জ্বলে তোর প্রাণ।
যোগবলে সব আমি পারিনু জানিতে,
উপায় করিব তার, দিব শান্তি দান।

(শোভার প্রণাম)

[যোগিনীর প্রস্থান।]

(পদ্ম পত্রে অঞ্জন লইয়া যোগিনীর
পুনঃ প্রবেশ।)

(অঞ্জন পরাইতে পরাইতে)

পরজ—ঝাঁপতাল।

যোগিনী। **এই যে অঞ্জন শতদল দলে**

দেখিছ, ললনে, জ্বল্ জ্বল্ জ্বলে—
তোমারি নয়নে মাখাব, বালা।
ইহাই পরিয়ে নলিনী-নয়নে,
পশিয়ে ভবানী ভবের সদনে,
অর্দ্ধ অঙ্গ তাঁর করি অধিকার,
ভুলিল কঠোর ব্রতের জ্বালা।
প্রণয় মিলনে যে আঁখি-লহরী—
কপোল বাহিয়া বহে ধীরি ধীরি,
প্রথম চুম্বনে যে তরল শ্বাস
স্বরগীয় ভাবে পূরে হৃদাকাশ—
সেই শ্বাসে তাপি প্রেম-অশ্রু-ধার
হয়েছে সৃজিত এ অঞ্জন সার,—
তোমারি কারণে এনেছি আজ।
আশিস করুন দেবতা সকলে,
সাধিব ইহাতে তোমার কাজ।

(লীলার প্রবেশ।)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

লীলা। উদাসিনী রাখ, গো, এ জনে।
কিরণ, কুমারে হোথা মত্ত ঘোর রণে।
উদ্ধারো তুমি, গো, অন্য নাহিক উপায়,
কি হইল কি জানি, মা, এতক্ষণে।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

যোগিনী। নির্ভয় হও, গো বালা, কোন ভয় নাহি আর

তব গলে মায়া-মালা প্রথমে দেখিয়ে, বালা,
শোভা ভুলে তব রূপে মোজেছে কুমার।
যে অঞ্জন দিনু চোখে, এখন শোভাকে দেখে
নিশ্চয় সকল ভুল ঘুচিবে তাহার।

খাম্বাজ—দাদ্‌ড়া।

দুজনে। (অবনত-জানু হইয়া) মাতঃ প্রণমি তোমায়।

সাহানা—আড়া।

যোগিনী। সুখে থাক, ভাল থাক ভুলে দুঃখ জ্বালা,
প্রণয়ীর প্রেমে ডুবে থাক দুটি বালা।

(প্রণাম করিয়া শোভা ও লীলার প্রস্থান।)

উদাসিনীর কুটীর ঢাকিয়া পটক্ষেপ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বসন্ত-উৎসব-ক্ষেত্রের এক বিজন প্রান্ত।

(অসি-যুদ্ধ করিতে করিতে কিরণ ও
কুমারের প্রবেশ)

অহং—খেমটা।

কিরণ। লও, এই লও, লও প্রতিফল।

কুমার। দেখিব বীরত্ব তোর থাকিলে অটল!

কিরণ। মূঢ়, হ রে সাবধান!

কুমার। এ অমোঘ সন্ধান।

কিরণ। এ আঘাতে অবশ্যই বধিব পরাণ।

কুমার। এই দেখ্ বক্ষে তোর বিঁধি তলোয়ার।

কিরণ। চুপ, মূঢ়, আস্ফালিতে নাহি হবে আর।

কুমার। কি বলিলি তুই।

কিরণ। এই দেখ তোর রক্তে কলঙ্কিত ভুঁই।

(নেপথ্য হইতে শোভা ও লীলার গাইতে গাইতে ত্রস্তে আসিয়া যোদ্ধাদ্বয়েরমধ্যে প্রবেশ এবং অবনত জানু হইয়া করপুটে শোভার কুমারের দিকে চাহিয়া ও লীলার কিরণের দিকে চাহিয়া গান ও যুদ্ধ ভঙ্গ।)

মল্লার—যৎ।

দু সখী। থাম, থাম, থামহে, রাখ এ মিনতি, সখে।
অস্ত্রের ঘরষণে, ঘন ঘন ঝণ ঝণে,
পলকে পলকে ওই দামিনী চমকে।
নিষ্কোসিত তলোয়ার দেখিতে পারিনে আর
বধিতে বাসনা যদি, বিঁধ অসি এই বুকে।

(মোহ ভঙ্গে লজ্জিত ভাবে সরিয়া কুমারের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

আলাইয়া—আড়া।

শোভা। (কুমারের উদ্দেশে)
বিরাগ ভরে অমন করে এখন আর যেয়োনা স'রে,

ভয় নাই আসিনিতো জ্বালাতন করিবারে।
এসেছি দিব না বাধা, তুলিব না কোন কথা,
এসেছি দেখিতে সুধু নিতান্ত না থাক্‌তে পেরে।
নব অনুরাগ ভরে থাক' তুমি সুখ-ঘোরে,
অন্তিম -বিদায় নিয়ে এখনি যাইব ফিরে।
যেথায় আছ সেথায় থাক, আর কাছে যাব নাকো,
একটি পলক সুধু দেখে নেব প্রাণ ভোরে।

(শোভার নিকটে আসিয়া)

ইমান কল্যান—আড়া।

কুমার। প্রিয়ে, হৃদয়ের ধন, রাখো চরণে তোমারি,
আমি দোষী অপরাধী ক্ষমার ভিখারী।

শোভা। ও কথা বোলোনা আর, তুমি পূজ্য দেবতার,
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আমি অভাগিনী নারী।
তব প্রেম ভালবাসা, কেমনে করিব আশা,
কেমনে তাহাতে আমি হ'ব অধিকারী ?

কুমার। প্রিয়ে, হৃদয়ের ধন, রাখো চরণে তোমারি।

শোভা। না, না, সখে, সুখে থাকো, আমি বাধা দিব নাকো,
আমিও যে সুখী হব ও-মুখে হরষ হেরি।

গৌর সারঙ্গ—তাল আড়া।

কুমার। মিনতি, নিদয়া, আর ও কথা বোলো না।
প্রজ্বলিত হৃদে আর আহুতি ঢেলোনা।

বাসনা থাকে, লো, যদি বিদীর্ণ করি এ হৃদি
দেখ, লো, কাহাতে পূর্ণ রয়েছে, ললনা!
কাহাতে শোণিত ধারা বহিছে উন্মত্ত পারা,
কাহাতে মিশিছে হৃদি সুখ-দুখ-বাসনা।

(গাহিতে গাহিতে অবনত-জানু হইয়া কুমারের
করযোড়ে শোভার প্রতি দৃষ্টি)

পরজ কালাংড়া—কাওয়ালি।

শোভা। (হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া)
ও মুখে বিষাদ রেখা দেখিতে পারিনে, সখা,
শত শত বজ্র যেন হানে এই বুকে।
কহিয়ে নিঠুর কথা কত যে দিয়েছি ব্যথা,
উঠ, উঠ, প্রিয়তম, ক্ষম গো আমাকে।

(লীলা ও কিরণের গাইতে গাইতে অগ্রসর, পরে
চারি জনের সমস্বরে গান।)

সাহানা—আড়া।

চারিজন। সহসা হাসিল কেন আজি এ কানন,
মাতিয়া বহিল কেন সুখদ পবন!
ফুটিল মুদিতা ফুল, কুহরিল পিককুল,
যে কানন হয়েছিল নীরব শ্মশান—
সেই সে শ্মশান আজি, নূতন শোভায় সাজি,
সহসা মোহিল কেন হৃদয় পরাণ!
যে সুখের চাঁদ আহা কতদিন থেকে,

ভীষণ মেঘের কোলে পড়েছিল ঢেকে—
আজিকে সেই সে শশী মেঘমুক্ত হাসি হাসি
ঢালিছে কি মধুময় জোছনা কিরণ!
ঘুচিল সকল মোহ, ফিরিল প্রণয় স্নেহ,
হাসিল চৌদিক আজ, হাসিল জীবন!

(হুলুধ্বনি করিতে করিতে সখীগণের প্রবেশ
ও নৃত্য করিতে করিতে গান।)

মাঝ—দাদ্‌ড়া।

সখীগণ। আয়লো, আয়লো, আয়লো, আয়লো,
মিলে সব সজনী,
বাসরে পোহাব আজি, কিসুখের রজনী!
ভাসিয়ে সুখ তরঙ্গে, মাতিয়ে প্রমোদ রঙ্গে,
হাসিব সখীর সঙ্গে, দিব সুখে হুলুধ্বনি।

(সকলের নৃত্য করিতে করিতে ও গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

পটক্ষেপ।

সমাপ্ত।

OPINIONS OF THE PRESS.

দীপ-নির্ব্বাণ।

We have no hesitation in pronouncing this book to be by far the best that has yet been written by a Bengali lady, and we should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal.

CALCUTTA REVIEW.

"দীপ-নির্ব্বাণ" নামে একখানি অভিনব নভেল্ আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। শুনিয়াছি এ খানি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা, স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশুনা, এরূপ রচনা, এরূপ সহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণী।

বসন্ত উৎসব।

Basanta Utsab * * * has here and there, passages of such intrinsic poetic beauty and natural worth that we have little doubt it will make its way to every lover of Bengali literature, The

songs in pp, 8, 21, and 33, and especially the one in dedication, are truly poetic, and have an exquis-tely delicate touch. There is no melodrama in Bengali, that we know of, which is so throughly chaste and sweet, so rich in charms of Poetry, and, therefore, none so well calculated to improve the taste of the play-going public. We have little hesitation in declaring that it will, at no distant date, revolutionize the exsisting style of opera-writing in Bengali by giving it a healthy tone and moral vigour which it so much wants. As we read it, its morning freshness and lyrical sweetness steal upon us, and we feel as if we were in a "bubble of visionary happiness" unruffled by the tempests blowing without. We cordially recom-mend it to the reading public, and sincerely congratulate the author on her very excellent pro-duction. We shall be glad to see it in the hands of every reader ef Bengali literature.

We hear the anthor is a lady of a very respect-able Bengali family of Calcutta. It is customary to make some relaxations of strict critical canons in favour of la dy writers We are not inclined to countenance such partiality, nor is there any necessity for it in the present case. *Basanta Utsab* can stand upon its own merits.

INDIAN MIRROR.

This charming little work is, we understand, the production of a Bengali lady, otherwise known as the authoress of *Dip Nirban*. It has an immense interest for us. Written by a lady belonging to an illustrious family in Bengal, it shows, in the clearest manner possible, the many advantages to be derived from a superior order of mental training among females.

The number of operatic pieces in Bengli is small, much less the number of good and readable ones. But here we have a work containing a number of exquiste songs. The scenes are all well conceived. And we are of opinion that its production is a marked indication of a cultivated mind and refined taste, so rarely to be met with in the ordinary run of Bengali operas. We may venture to say *Basanta Utsab* is the *best of its kind* in the Bengli language. The song serving as dedication, *Lila's* songs of despair and disappointed love, and these of *Sangit* and *Kabita* have a charming effect upon the reader. The third scene, Act I, which brings us to the temple of *Maya Debi* with *Udasini* absorbed in prayer is exqnisitely grand. And we can well conceive what a telling effect it will have on the audience if properly managed. From what we have said above, we have no hesitation in asserting that *Basanta Utsub* is a work of intrinsic merit and that it differs widely from other works of its class in its

superior moral tone and purity of sentiments and expressions. We heartily wish it may have an extensive circulation.

BRAHMO PUBLIB OPINION.

আজকাল বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ গীতিনাট্য অতি বিরল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম, মানভঞ্জন ইত্যাদি পুরাতন গল্প লইয়া যে সকল গীতিনাট্য রচিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গবাসিদের রুচি যে অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। বসন্ত উৎসব এরূপ সুরুচিনিন্দিত গীতিনাট্য নহে। ইহার কবিতাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ। সখীদের ফুলতোলা, লীলার নৈরাশ্য, শোভার ভালবাসা, উদাসিনীর মন্ত্রতন্ত্র অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর গীতিনাট্য খানির উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিতে অপেক্ষা করিতেছি।

নববিভাকর।

The writer of this small opera is a Bengali lady who is very favorably known to our readers as the authoress of Dip Nirvan a novel which has been noticed at considerable length in a previous number of this *Review.* The present work fully sustains the reputation of its writer. The

subject of the opera is a well conceived story of two male and two female lovers The story is told in an exquisite style. Tho authoress displays high poetical powers, and many of her discriptions are charming webs of fancy woven by a fine and sub. tle instinct of poetry.

This is indeed the best Bengali opera we have yet seen. Its writer is an honour to her sex and to her country.

CALCTTA REVIEWJANAURY 1881.

ছিন্ন-মুকুল ।

Another good book is before us—*Chinna Mukul* a Novel by the authoress of *Dip Nirban* and *Basanta Utsob.* The workmanship throughout is exactly what might be expected from so able a literary artist. It is a pleasant transition to nature and fancy—to the calm and placid sweetness of Indian home life from the din and bustle of war, the gorgeous magnificence and heroic grandeur of the ancient Rajput Princes of *Dip Nirban.* A deep shade of Tragedy pervades the whole of the book, giving its color to more than one of the principal characters broken in here and there by a faint glimmer of incidental comic scenes which instead of relieving the senses, serves to thicken

the gloom around. The dialogues are well sustained. The style is, as is characteristic of this writer, chaste, clear, sweet, and vigorous. The book is interspersed with many charming little songs, all of which, it is a pity, are not set to tune. Almost al of the characters are exteemely natural, especially Kanak the heroine of the story. She is an admirable portrait of self-sacrifice and disappointed love. Instances of such grand woman heroism and abnegation of self liberate the fancy and gladden the heart. The character of Promod her selfish brother, has hardly been less cleverly drawn. It is not difficult to find original of such character in this cold, calculating world. Niraja, the other femal character, thrives well up to a certain point, and then dwindles into insignificance in the greater interest which one feels for Kanak.

The pages that described the conflict of feelings in Kanak's mind, obedience to her brother and guardian on the one side and the dictates of an all-absorbing love on the other, constitute an interesting reading, and are sure to give the book in which they occur a respectable place in Bengali fiction.

INDIAN MIRROR.

মালতী।

It is a sweet short story simply told. It is gratifying to see that the talented authoress does not allow her powers to remain idle.

INDIAN MIRROR.

গাথা।

This little book of poetical tales is a novelty in Bengli literature, and a novelty the charms of which challenge our sincere admiration. The poetry is the poetry of genuine heart-felt pathos—powerful from its sublimity and affecting from its tenderness. There is not a word or image in the *Gathas* to disturb the placid tenor of sacred melancholy that pervades it, nor an idea or conception to break our dream of soft communion with something holy and far removed from earth. Lest we should be deemed too rhetorical, we give below, a rather loose translation of a picture drawn by the writer of an unhappy girl—lost, in the reveries of her sorrow and pains * * * Perhaps it would be needless to inform the reading public that the writer of the *Gatha* under review is the noted writer of *Dipnirnan*, *Basanta Utsab Malaty* and *Chinna Mukul*. An honest historian of Bengali literature will find himself puzzled in doing justice

to a fair writer who commencing her literary career with the *Dipnirvan* at an early age, could surprise the literary public wiih gifts that would live as long as that literature lives.—Sunday Mirror, September 11, 1ȡ80

The writer of this charming little book of poetical tales is Srimati Svarna Kumari Devi, a daughter of our well-known fellow-townsman, the Venerable Babu Devendra nath Tagare. While yet in her teens she cemmenced four years ago her literary career with the Dip Nirvan. The works of the fair writer like those of the late lamented Miss Toru Dutt, possess, for obvious reasons, a peculiar interest, Miss Toru Dutt finisheed her education in Europe and wrote in foreign languages, while Srimati Svarna Kumari is and has always been an inmate of the zenana, and shə writes in her mother-tongue. An educated Hindu woman's observations ofmen and things in general, embodied in a chaste and vigorous style can hardly fail to arrest the attention of the student of literature and the social philosopher.

" The first production of Srimati Svarna Kumari Devi, Dip Nirvan, an historical romance, made its appearance, in 1876 ; and it is no exaggeration to say that the literary public was surprised with it. As the book which possessed great merits

did not disclose the name of its writer, speculation was naturally rife as to its authorship. It became known in course of time that the accomplished writer was a young Hindu lady belonging to one of the highest families in the metropolis. The Dip Nirvan, as might have been expected, called forth warm encomiums from literary critics and the Bengali reading public. It displayed such beautiful conception and skilful delineation of characters, such depth and purity of thought and such chasteness and eloquence of style, that the public was forced to the conclusion that the writer was possessed of high talents. The Calcutta Reviewer felt no hesitation in pronouncing Dip Nirvan "to be by far the best book that has yet been written by a Bengali lady" and in calling 'it one of the ablest in the whole literature of Bengal." It is needless to add that the work gave promise of great future excellence, Srimati Svarna Kvmari Devi's two next books, Basanta Utsav or the Spring Festival a melodrama and Chhinna Mukul or the Broken Blossem, a novel, followed each other in quick succession. Basanta Utsav contains many passages of intrinsic poetic beauty and many sweet songs, which testify to the writer's powers as a poet and a musical composer, She has evidently inherited a large share of the superior musical talents of her family, which has the honour of claiming Raja Sourindra

Mohun Tagore as one of its ornaments. Chhinna Mukul, which is a tale of our own days comes quite up to the mark, and fully supports the previous reputation of the writer. She then produced Malati an excellent novel, in which within a short compass, are vividly portrayed some of the subtlest workings of the heart,

Srimati Svarna Kumari Devi's last published work is Gatha, which is now before us. It is a collection of four beautiful idylls, and as such, a novelty in Bengali literature. Its poetry, as a contemporary justly remarks "is the poetry of genuine heart.felt pathos—powerful from its sublimity and affecting from its tenderness," and its versification is delicate and sweet. It is difficult to single out any one passage when so many" challenge our admiration. But the best piece in the book is certainly that with whioh it concludes. The story on which this truly pathetic piece is based is very simple. A young man leaving behind his beloved and charming wife goes to a distant foreign country to fight the battle of life, He achieves success and sets out for home. He, however, encounters the grave perils of a shipwreck on the return journey, and reaches his destination just in time to clasp in his agonised bosom the almost lifeless form of his wife. The feelings and situation of the unfortunate wife are beautifully conceived and skilfuly delineated.

The richness of imagination with which the picture of the final catastrophe is drawn cannot be sufficiently admired, and reminds us of some of Byron's vigorous touches.

It is customary to make some relaxation of strict critical canons in favour of lady writers. But there is no necessity for extending this indul gence of the productions of Srimati Svarna Kumari Devi * * *

The work of Srimati Svarna Kumri Ghosal show clearly that she is well read in both English and Sanskrit poetry as well as in European works of imagination; and we perfectly agree with the Calcutta Correspondent of the *Hindu* of Madras, an extract from whose letter we published in these columns some little while ago, "that never before in Bengal did a lady writer of such real powers and abilties appear, and shed such a lnstre on the literature of her country" as the talented arthoress of Dip Nirvan Basanta Utsav, Chinna Mukul, Malati and Gatha.

Hindoo Patriot.